বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস ২০২৪
বিশেষ ক্রোড়পত্র

আমাদের অনুপ্রেরণা

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ ১৯৪৩ সালের ০৮ মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার (বর্তমানে মধুখালী) সালামতপুর (বর্তমানে রউফ নগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মেহেদি হাসান এবং মাতার নাম মুকিদুন্নেছা। মুন্সী আব্দুর রউফ ১৯৬৩ সালের ০৮ মে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর) এ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে ১১ নম্বর উইং এ নিয়োজিত থেকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের একটা অংশ এবং তৎকালীন ইপিআরের কিছু সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে মুন্সী আব্দুর রউফ কোম্পানির মেশিনগানার হিসেবে রাঙামাটির মহালছড়ি নৌপথে প্রহরারত ছিলেন। কোম্পানিটি বুড়িঘাট চিংড়ি খালপাড়ের প্রতিরক্ষা অবস্থানে নিয়োজিত ছিল। ০৮ এপ্রিল শত্রুপক্ষের ২য় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানি ৬টি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও ৩টি লঞ্চ নিয়ে প্রতিরক্ষা এলাকায় ঢুকে পড়লে ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ তাঁর নিজের অবস্থান থেকে একাই শত্রুপক্ষের ২টি লঞ্চ ও ১টি স্পিডবোট পানিতে ডুবিয়ে দেন। ফলে প্রায় ২ প্লাটুন শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়। অতঃপর শত্রুবাহিনীর মর্টারের গোলার আঘাতে নানিয়ারচরের বাছড়ি নামক স্থানে তিনি শাহাদত বরণ করেন। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফের সমাধি পার্বত্য রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচরে। তাঁর অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে। স্বাধীনতা অর্জনে এই মহান বীরের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমানত শেখ এবং মাতার নাম জেন্নাতুন্নেছা। নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৫৯ সালের ১৪ মার্চ তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর) এ যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টর, যশোরের অধীনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পর যখন মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করা শুরু হয় তখন তিনি যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার গোয়ালহাটি গ্রামে স্থাপিত একটি ক্যাম্পের অধিনায়কের দায়িত্ব পান। নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১ সালের ০৫ সেপ্টেম্বর দুজন সঙ্গী নিয়ে গোয়ালহাটি গ্রামের অনতিদূরে ছুটিপুর ঘাঁটি টহল দেওয়ার সময় পাকবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে। নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁর টহল দলটিকে রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পাকবাহিনীর গুলিতে সহযোদ্ধা নান্নু মিয়া গুরুতর আহত হলে নূর মোহাম্মদ শেখ হাতে এলএমজি এবং কাঁধে গুরুতর আহত সঙ্গীকে নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে থাকেন। হঠাৎ শত্রুর দুই ইঞ্চি মর্টারের আঘাতে তাঁর হাঁটু ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গীরা যেন প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারে সেজন্য মারাত্মক আহত অবস্থায়ও নূর মোহাম্মদ শেখ গুলি চালাতে থাকেন এবং এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। যশোরের শার্শা থানার কাশিপুর গ্রামে এই বীর যোদ্ধাকে সমাহিত করা হয়। নূর মোহাম্মদ শেখ নিজের প্রাণের বিনিময়ে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাঁর এই অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে। স্বাধীনতা অর্জনে এই মহান বীরের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৫ পৌষ ১৪৩১
২০ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি'র রয়েছে বীরত্ব, ঐতিহ্য ও গৌরবমণ্ডিত সমৃদ্ধ ইতিহাস। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে হানাদার বাহিনী ঢাকার পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর সদর দপ্তর আক্রমণ করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফসহ এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য আত্মোৎসর্গ করে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধসহ দেশমাতৃকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিজিবি'র যে সকল সদস্য আত্মত্যাগ করেছেন আমি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করছি।

সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষায় বিজিবি'র সদস্যগণ সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সাথে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান রোধ, মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধসহ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি ও দুর্যোগ মোকাবিলায় এ বাহিনীর দক্ষতা এবং পেশাদারিত্ব জনআস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও বহির্গমন রোধ, সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান, শিল্প কারখানায় নিরাপত্তা প্রদানসহ সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে বিজিবি'র সদস্যগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা বজায় রেখে পেশাদারিত্বের সাথে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ- এর অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব:)
উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ২২৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী একটি সুশৃঙ্খল আধা-সামরিক বাহিনী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর সদস্যদের বীরোচিত ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এ বাহিনীর দুইজন বীরশ্রেষ্ঠসহ ১১৯ জন সদস্যের বীরত্বপূর্ণ খেতাব অর্জন এবং ৮১৭ জন সদস্যের আত্মত্যাগ স্বাধীনতার ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। বিজিবি'র ইতিহাস তাই আত্ম-প্রত্যয়, ত্যাগ ও গৌরবের ইতিহাস।

দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষা, সীমান্ত এলাকায় মাদক, চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধসহ দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন এবং দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি'র ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং মায়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতের জেরে সীমান্তে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলাসহ মায়ানমার থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা সেদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে বিজিবির ভূমিকা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা জোরদারের মাধ্যমে সীমান্ত দিয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গের পলায়ন রোধ ও আটক, সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যুত্থানে আহত ছাত্র-জনতার চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিল্প কারখানায় নিরাপত্তা প্রদানসহ সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্প্রতিককালে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবির ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

আমি আশা করি, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বিজিবি'র সদস্যগণ সততা, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই বাহিনীর সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবেন।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব:)

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

২২৯ বছর পুরনো 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ বাহিনীর দু'জন বীরশ্রেষ্ঠসহ ১১৯ সদস্য বীরত্বপূর্ণ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদক' প্রাপ্তি মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বিশেষ অবদানেরই স্বীকৃতি।

দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক, নারী ও শিশু পাচার রোধসহ দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বিজিবি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে চলমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় ও নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ও বিজয় পরবর্তী সময়ে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের জননিরাপত্তা হানিকর কর্মকান্ড প্রতিরোধ, সীমান্ত দিয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গের পলায়ন রোধ ও আটক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান এবং শিল্পকারখানায় নিরাপত্তা প্রদানসহ সাম্প্রতিককালে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি'র ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

আমি আশা করি, 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি'র প্রতিটি সদস্য মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত নিরাপদ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি বিজিবি'র অব্যাহত সাফল্য এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

মোঃ খোদা বখস চৌধুরী

সীমান্ত রক্ষার ২২৯ বছর: বিজিবি'র গৌরবময় ইতিহাস

বাংলার মাটি তার সন্তানদের রক্ত, ঘাম ও অসীম আত্মত্যাগে নিজেকে রাঙিয়ে রেখেছে। এই মাটির সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণে অবিচল থেকেছে সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী, যার রয়েছে ২২৯ বছরের এক মহাকাব্যিক যাত্রার ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলে গঠিত 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন' থেকে শুরু করে আজকের 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)' পর্যন্ত, এই বাহিনীর প্রতিটি ধাপ বাংলাদেশের মানুষের জন্য গর্বের প্রতীক। রাষ্ট্রের পরিবর্তন, মানচিত্রের রূপান্তর এবং বাহিনীর নাম পরিবর্তিত হলেও তাঁদের আত্মত্যাগ ও দায়িত্ববোধ কখনোই বদলায়নি।

১৭৯৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের পাহাড়ি সীমান্ত সুরক্ষার জন্য 'রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন' গঠন করে। স্থানীয় যুবকদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনী প্রথম থেকেই সীমান্ত এলাকায় শৃঙ্খলা রক্ষা ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব পালন করে। ৬ পাউন্ড গোলার ৪টি কামান ও দু'টি অনিয়মিত অশ্বারোহী দল নিয়ে এই বাহিনীর যাত্রা শুরু। প্রথম দিকে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, লুসাই বিদ্রোহ দমন ও মগ দস্যু দমন ছিল এই বাহিনীর মূল কাজ। এই বাহিনী শুধুমাত্র অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেনি বরং শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ১৮৬১ সালে সময়ের চাহিদা ও পরিবর্তনের স্রোতে বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে 'ফ্রন্টিয়ার গার্ডস' রাখা হয়। নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে বাহিনীর কার্যক্রমও বিস্তৃত হয়, যেখানে তারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করে। ১৮৯১ সালে বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে 'বেঙ্গল মিলিটারি পুলিশ' রাখা হয়। আধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণে সজ্জিত এই বাহিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে মেসোপটেমিয়া ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশ নেয়। তাদের বীরত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্চপর্যায়ে প্রশংসিত হয়। মেজর গোপাল চন্দ্র দাস এবং তার সহযোদ্ধারা এই সময় 'আবর মেডেল' ও 'অর্ডার অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' অর্জন করে, যা বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে যুক্ত হয়। ল্যান্স নায়েক ফুলি রাম তার অসামান্য বীরত্বের জন্য 'ইন্ডিয়ান অর্ডার অব মেরিট' পদক লাভ করেন। ১৯১৪ সালে 'কোমাগাটা মারু শিখ দাঙ্গা' দমনকল্পে বাহিনীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পায়। হাওড়ায় দাঙ্গা প্রতিরোধে তাদের অসাধারণ কর্মদক্ষতা বাহিনীকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করে। একই বছরে বক্সাদার ও হুগলিতে দু'টি নতুন ডিটাচমেন্ট ক্যাম্প স্থাপন করা হয়, যা বাহিনীর কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করে। ১৯১১ সালে মিশমি মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ হয়। এই মিশনে শত্রুকে সফলভাবে প্রতিহত করে দেখানোর পর, বাহিনীর সদস্যদের জন্য ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রশংসা বার্তা আসে। সুবেদার মেজর গোপাল চন্দ্র দাস 'অর্ডার অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' পদক লাভ করেন এবং দিল্লি দরবারে তাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর, পূর্ব বাংলার অংশটি পাকিস্তানে পড়ে এবং বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর)' রাখা হয়। নতুন নামে বাহিনীটি সীমান্ত সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ শুরু করে। ১৯৫৮ সালে ভারতীয় বাহিনীর সাথে এক সংঘর্ষে মেজর তুফায়েল মোহাম্মদ শহীদ হন, যার বীরত্বের জন্য তাঁকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'নিশান-ই-হায়দার' প্রদান করা হয়। এই ঘটনা বাহিনীর ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে যুক্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সেই মহাকাব্যিক অধ্যায়ে আকাশে বজ্রধ্বনি আর মাটিতে রক্তের স্রোত মিলেমিশে রচনা করেছিল এক অমর সুর। তৎকালীন ইপিআরের অকুতোভয় সদস্যরা ছিলেন একেকজন জীবন্ত কিংবদন্তি। হাতে সাধারণ মানের অস্ত্র, কিন্তু হৃদয়ে ছিল অসীম সাহস, অগাধ দেশপ্রেম আর বীরত্বের অগ্নিশিখা। তাঁদের আত্মত্যাগের সেই মহিমা যুগে যুগে বাঙালির হৃদয়ে হয়ে থাকবে এক অক্ষয় দীপশিখা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতে, যখন ঢাকার পিলখানায় ইপিআর সদর দপ্তরে হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতম আক্রমণ নেমে আসে, তখনও তাঁরা নতজানু হয়নি। বুড়িগঙ্গার পাড়ে জিঞ্জিরায় রচনা করেন প্রতিরোধের প্রথম অধ্যায়। পরবর্তী নয় মাসে বাংলাদেশের ১১টি সেক্টরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের বীরত্বগাথা। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও সিলেটের রক্তাক্ত মাটিতে তাঁরা রচনা করে বাঙালির বীরত্বের ইতিহাস। ইপিআরের প্রায় ৮ হাজার বাঙালি সদস্য, যাঁরা বুকের তাজা রক্তে দেশের মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন তাঁদের রণকৌশল ও আত্মত্যাগের কাহিনী বাঙালি জাতির প্রতিরোধ সংগ্রামে যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা। সম্মুখ যুদ্ধ, গেরিলা অভিযান কিংবা আত্মঘাতী আক্রমণ প্রতিটি অপারেশনে তাঁরা দেখিয়েছেন অকল্পনীয় বীরত্ব। এ বাহিনীর শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, যাঁদের বীরত্বের স্বীকৃতি 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব আমাদের গৌরবান্বিত করেছে। এ বাহিনীর আরও ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম, ৭৭ জন বীর প্রতীক তাঁদের বীরত্বগাঁথা দিয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে ইপিআরের ৮১৭ জন বীর সৈনিকের শাহাদত আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে করেছে অমোচনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য সরকার ২০০৮ সালে বাহিনীকে প্রদান করে 'স্বাধীনতা পদক'। তৎকালীন ইপিআর সৈনিকদের হিমালয়সম মনোবল আর অসীম আত্মত্যাগ জাতির জন্য অনন্ত প্রেরণার উৎস। তাঁদের মহাকাব্যিক বীরত্বে আলোকিত এ বাহিনী আজও দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থেকে পূর্বসূরিদের গৌরবগাঁথা ধরে রেখেছে। তাঁদের আত্মত্যাগের অমর কীর্তি আমাদের স্মৃতিতে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

স্বাধীনতার পর, ইপিআর নতুন নামে 'বাংলাদেশ রাইফেলস্ (বিডিআর)' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাহিনীটি সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাইফেলস্ বাহিনী সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সহায়তা করে। সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিবেশী ভারতের সাথে বেশ কয়েক দফা প্রাণঘাতী সংঘাতের ঘটনাও ঘটেছে। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে বড়াইবাড়ি ও পাদুয়া সীমান্তে সংঘর্ষের ঘটনা বাংলাদেশের সীমান্ত ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার বড়াইবাড়িতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালালে বিডিআর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চার দিন ধরে চলা এই সংঘর্ষে তিনজন বিডিআর সদস্য শহীদ হন এবং ১৬ জন বিএসএফ সদস্য নিহত হন। একই সময়ে, সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রতাপপুর সীমান্তের পাদুয়াতে সংঘর্ষ হয়, যেখানে বিডিআর বিএসএফের অনুপ্রবেশ রুখে দেয়। এই দু'টি ঘটনার মধ্য দিয়ে বিডিআর দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁদের দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেয়। ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার হীরাপুর গ্রামে আরেকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ও কিছু স্থানীয় বাসিন্দা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালালে বিডিআর তাতে বাধা দেয়। সংঘর্ষে বিএসএফের একজন কর্মকর্তা ও একজন সদস্য নিহত হয়। বাংলাদেশের ভূখণ্ড রক্ষার জন্য বিডিআরের এই ভূমিকা তাঁদের সাহসিকতার আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ২০০৯ সালে পিলখানা হত্যাকাণ্ড বাহিনীর ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে রয়ে যায়। এই দুঃসময়ের পর, বাহিনীটি পুনর্গঠিত হয় এবং ২০১০ সালে নাম পরিবর্তন করে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)' রাখা হয়।

বর্তমানে এই বাহিনী উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে চোরাচালান দমন, মাদক, অস্ত্র ও নারী-শিশু পাচার রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সংকটের সময় বিজিবি'র মানবিক ভূমিকা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপত্তা ও খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিজিবি যে ভূমিকা পালন করেছে, তা বাহিনীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ নানা চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। এই সময়ে দেশের জনগণের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড শুধু সীমান্ত রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাতীয় সংকট মোকাবিলা ও জনকল্যাণমূলক কাজে তাদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব প্রশংসনীয়। বর্তমানে বিশেষ করে ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে বিজিবি সীমান্তে চোরাচালান, মাদক পাচার এবং অবৈধ পারাপার রোধে আরো কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকা মনিটরিং করে বিজিবি সফলভাবে চোরাচালান রোধ করছে। সীমান্তে স্মার্ট সিকিউরিটি সিস্টেম স্থাপনের ফলে সীমান্তবর্তী এলাকা ও জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজিবি'র এই ভূমিকা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় সহায়তা করেনি বরং সীমান্ত এলাকার আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

ছাত্র আন্দোলনে বিজিবি'র মানবিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ২০২৪ সালের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা ছিল ছাত্র আন্দোলন, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার আদায়ে রাস্তায় নেমে আসে। এই আন্দোলনে অনেক জায়গায় সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হলেও বিজিবি শান্তি রক্ষায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিজিবি মাঠে নামে এবং মানবিক আচরণ প্রদর্শন করে। (১) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি বিজিবি আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া, চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসনের কাজ করেছে। (২) অনেক জায়গায় বিজিবি'র সদস্যরা শান্তিপূর্ণ সমাধান আনতে মধ্যস্থতা করেছে। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল থেকে ঢাকার প্রবেশদ্বারে বিজিবি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে ছাত্র-জনতাকে সমর্থন করেছে। (৩) ছাত্র-জনতার ন্যায্য দাবিকে শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করে আন্দোলনে তাদের পাশে থেকে বিজয় অর্জনে সহায়তা প্রদান করেছে বিজিবি সদস্যরা। এই মানবিক ভূমিকা শুধু আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে সাহায্য করেনি পাশাপাশি বিজিবি'র প্রতি মানুষের আস্থা ও ভরসা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমান্তে বিতর্কিত ব্যক্তিদের আটক। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিতর্কিত বা দেশবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে সীমান্তে বিজিবি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে বিতর্কিত ব্যক্তিদের আটক করে। বিজিবি'র এই ধরনের কার্যক্রম দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষায় বড় অবদান রাখার পাশাপাশি জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনে।

বন্যার সময়ে উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ বিতরণ। ২০২৪ সালে জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের পরপরই বাংলাদেশ ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যেখানে লাখ লাখ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমন দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)' তাদের জনকল্যাণ ও সেবামূলক ভূমিকা দিয়ে নতুন করে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাধারণত সীমান্ত রক্ষা ও দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বিজিবি'র প্রধান দায়িত্ব। তথাপিও সাম্প্রতিক বন্যায় বিজিবি সদস্যরা তাদের দায়িত্বের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের সেবায় নেমে আসে। (১) বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে বিজিবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে। (২) বিজিবি'র উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। (৩) বন্যা দুর্গত অসহায় মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ প্রদান নিশ্চিত করা হয়।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তা। ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের এই ভূমিকার জন্য প্রশংসা করছে সাধারণ মানুষ। ২০২৪ সাল বিজিবি'র কার্যক্রমে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সীমান্ত রক্ষা থেকে শুরু করে জাতীয় সংকট মোকাবিলা এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে বিজিবি অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে। তাদের কার্যক্রম শুধু দেশপ্রেমের উদাহরণ নয় বরং দেশের মানুষের হৃদয়ে আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিজিবি'র এই ভূমিকা জাতির জন্য অনুপ্রেরণা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাইলফলক হয়ে থাকবে।

২২৯ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিজিবি'র নাম, কাঠামো ও দায়িত্বের ক্ষেত্র বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু বিজিবি'র কাজের প্রতি অঙ্গীকার সবসময় দৃঢ় থেকেছে। বিজিবি একটি পেশাদার বাহিনী যা দেশের সীমান্ত রক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সীমান্তে চোরাচালান দমন, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা তাদের মূল দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে, তাদের কাজ শুধু সীমান্ত রক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, তারা দেশীয় দুর্যোগ বা সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক সহায়তা প্রদান করে, যা দেশের জনগণের কাছে আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে। বিজিবির সীমান্ত রক্ষার এই দীর্ঘ যাত্রা আমাদের শিখিয়েছে যে, সময় এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিজিবির প্রতিটি সদস্য আমাদের জন্য একটি আদর্শ, একটি প্রেরণা। তাদের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থান থেকে দেশের সেবা করা এবং এই গৌরবময় ইতিহাসকে চিরকাল ধরে রাখা। সীমান্ত রক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে, আমাদের সাহস জোগায় এবং আমাদের শেখায় কীভাবে দেশকে ভালোবাসতে হয়। বিজিবির এই আত্মত্যাগ এবং বীরত্বের ইতিহাস চিরকাল অক্ষুন্ন থাকবে, আমাদের গর্বের উৎস হিসেবে।

কর্নেল মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপ-মহাপরিচালক (মিডিয়া)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ পৌষ ১৪৩১
২০ ডিসেম্বর ২০২৪

বাণী

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য এ বাহিনীর দু'জন বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফসহ ১১৯ মুক্তিযোদ্ধা সদস্য খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে বিজিবি'র ইতিহাসকে করেছেন মহিমান্বিত।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান রোধ, মাদক ও নারী-শিশু পাচার রোধে বিজিবি 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সীমান্তবর্তী এলাকাসহ সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং সাম্প্রতিককালে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি'র ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

বিজিবি'র সদস্যরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখতে সর্বোচ্চ দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সার্বিক সাফল্য এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও
জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ সহকারী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস-২০২৪' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ একটি আধা-সামরিক বাহিনী হিসেবে সীমান্ত রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ বাহিনীর রয়েছে ২২৯ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কালের বিবর্তনে ও প্রয়োজনে বিজিবি আজ দেশের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য এ বাহিনীর দু'জন বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এবং ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফসহ ১১৯ মুক্তিযোদ্ধা সদস্য খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে বিজিবি'র ইতিহাসকে করেছেন মহিমান্বিত।

দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা, মাদক, চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের পাশাপাশি দেশের যে কোনো দুর্যোগকালে জনসাধারণের পাশে থেকে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় বিজিবি সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা ও জনকল্যাণে এ বাহিনীর অবদান বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনস্বীকার্য। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বিজিবি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

আমি আশা করি, বিজিবি সদস্যগণ সততা, শৃঙ্খলা ও কর্তব্য নিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এ বাহিনীর মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে। আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) আব্দুল হাফিজ

মহাপরিচালক
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

বাণী

'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর সকল অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা, অন্যান্য পদবির সৈনিক ও অসামরিক সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিজিবি দিবসের এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এ বাহিনীর সকল অকুতোভয় সৈনিকদের যাঁরা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ বাহিনীর ৮১৭ জন শহিদের বীরত্ব ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ সীমান্তরক্ষী বাহিনী তথা সমগ্র জাতিকে করেছে গৌরবান্বিত। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ০২ জন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ ও শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফসহ ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম ও ৭৭ জনকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও দেশমাতৃকার বৃহত্তর কল্যাণে এ বাহিনীর যে সকল সদস্য বিভিন্ন সময়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন আমি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। জুলাই বিপ্লবে যারা জীবন উৎসর্গ করে আমাদেরকে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

সুদীর্ঘ ২২৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' বর্তমানে একটি আধুনিক, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের ৪,৪২৭ কিলোমিটার সুদীর্ঘ সীমান্ত প্রহরার মাধ্যমে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সফলতার সাথে পালন করে আসছে 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক ও নারী-শিশু পাচার রোধসহ যেকোনো আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার মাধ্যমে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে বিজিবি সকলের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জননিরাপত্তা ও জনকল্যাণে এ বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দুর্গম পার্বত্য সীমান্ত সুরক্ষা, কেএনএফসহ বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা এবং পাহাড়ী-বাঙালী সম্প্রীতি রক্ষায় বিভিন্ন জনসচেতনতা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে বিজিবি। নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধসহ মায়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতের জেরে সীমান্তে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানপূর্বক মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বিজিবি'র ভূমিকা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। জুলাই বিপ্লবে ছাত্র-জনতার বিজয় পরবর্তী সময়ে সীমান্তসহ সারাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, সীমান্ত দিয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিবর্গের পলায়ন রোধ ও আটক, সীমান্তবর্তী থানাসহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, হাসপাতাল ও শিল্প কারখানার নিরাপত্তা বিধান, অভ্যুত্থানে আহত ছাত্র-জনতার চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন, দুর্গাপূজাসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান এবং ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতাসহ যৌথ অভিযান পরিচালনায় বিজিবি'র দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিককালে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্ধার তৎপরতা, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানে বিজিবি'র ভূমিকা দেশবাসীর ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সততা ও সত্যবাদিতা, আনুগত্য, নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলা এই চারটি গুণের সমন্বয়ে বিজিবি'র প্রতিটি সদস্যকে অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই বিজিবিকে 'সীমান্তের নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক' এ রূপ দিতে হবে। আমি বিজিবি'র সকল সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করছি।

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী
ওএসপি, বিএসপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি, এমফিল

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী-বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ